সমকাল

তারিখ 02 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র অথবা সৃজনশীল শিক্ষা?

শিক্ষা | আমিরুল আলম খান

শিক্ষাবিদ
সাবেক চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড

বাঙালির সৃজনশীলতা অসীম। সৃজনের নেশায় তারা বুঁদ হয়ে থাকে। তাদের প্রিয়তম শব্দবন্ধ হলো 'সৃজনশীল'। হতে পারে, দুনিয়ায় এত সৃষ্টিশীল জাতি দুটি নেই। তাদের যে কোনো আবিষ্কার বিদেশে রফতানিতেও তারা দারুণ উৎসাহী। তারা মনে করে, রফতানি দেশকে ধনী বানায় আর দুনিয়াজুড়ে তার সম্মান বাড়ায়। দু'জন বাঙালি কোনো বিষয়ে একমত হতে পেরেছে– এমন নজির ইতিহাসে বে-নজির। স্বভাবে তারা সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। বাঙালি চরিত্রের আরেকটি বড় লক্ষণ হলো দায়িত্ব অস্বীকার করা। যত দোষ নন্দ ঘোষের কাঁধে চাপাতেও তার জুড়ি নেই। তার আবার নিজের দেশের অভিজ্ঞানে বিশ্বাস কম। তাই সে কথায় কথায় বিদেশিদের ডাকে সালিশ করে দিতে। কিন্তু অধিকাংশ সময় তারা 'তালগাছটি আমার' না হলে সালিশ মানে না। দুনিয়ায় কত রকম গবেষণাই না হয়! কারা যেন গবেষণা করে দেখেছে, হালে 'সেলফি' শব্দটি যত ব্যবহৃত হয়, কোনো শব্দই নাকি তার ধারেকাছে নেই। দুনিয়াজুড়ে এখন সেলফির জয়জয়কার। কিন্তু বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দ বা শব্দবন্ধ কোনটি? তা নিয়ে কোনো গবেষণা হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। তবে আমার অনুমান, হালের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দবন্ধ নিশ্চয় 'সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি'। কেননা, বাঙালির প্রায় শতভাগ শিশু নাকি এখন স্কুলে যায়। অবশ্য এই শতভাগের মধ্যে তারা 'টোকাইদের' গোনে না। শুনলে রাস্তায় কারা ফুল বিক্রি করবে? হালে বাঙালির ফুলপ্রীতিও দুনিয়ায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। দেশের প্রায় শতভাগ লেগুনা, অটোর ড্রাইভার, হেলপার হলো এসব টোকাই। হোটেলে টেবিল বয়ও তারাই। গ্রাম তো বটেই, শহরও এখন কাকশূন্য। তাই আবর্জনা ঝেড়েঝুড়ে সাফ-সুরত করতেও টোকাই-ই ভরসা। বস্ত্র-নারীদের অন্তত পঞ্চাশ ভাগ না-বালিকা! কারখানায় নয়; এ বয়সে তাদের যাওয়ার কথা ছিল স্কুলে।

সৃজনশীলতায় বাঙালির শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো 'সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি'! সেটি নাকি তারা আবিষ্কার করেছে ব্লুম (Benjamin Bloom) সাহেবের শিক্ষাতত্ত্বের অনুসরণে। মহামতি ব্লুম সাহেব যা পারেননি, তস্য শিষ্য অ্যান্ডারসন (Lorin Anderson), ক্রাথওল (David Krathwohl) বা রবিনসন (Sir Ken Robinson) যা পারেননি, সেই অসাধ্য সাধন করেছেন কতিপয় বাঙালি!

ব্লুম টেক্সোনমিতে 'ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন' বলে আমি কিছু খুঁজে পাইনি। একালে শিশুকে অসীম সৃজনশীল বলে গণ্য করা হয়। আর এই সৃজনশীল শিশুর শিক্ষাদানে তারা শিক্ষককে বলেছেন গতানুগতিক পদ্ধতি ছেড়ে এমনভাবে পড়াতে, যা 'শিশুকে চিন্তা করতে শেখায়'। প্রশ্নের জবাব দিতে শিশু যেন নিজের মতো করে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে। ব্লুম সাহেবের দুনিয়া বিখ্যাত টেক্সোনমিতে তাই 'ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন' বলে কোনো শব্দবন্ধই নেই।

ব্লুম শিক্ষাদানে ছয়টি ধাপ উদ্ভাবন করেন। সেগুলো হলো জ্ঞান, চিন্তা, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। তিনি তা পিরামিড আকৃতিতে সাজিয়ে দেন। তবে ব্লুম টেক্সোনমির সংশোধিত ভার্সনে জ্ঞানকে (Knowledge) বলা হয়েছে 'মনে রাখা' (Remembering)। বেশিরভাগ শিশু শেখে কোনো কিছু মনে রেখে। তার পরের ধাপে সে 'বুঝতে চেষ্টা করে', অর্থাৎ চিন্তা করে জবাব খোঁজে।

এই ছয় ধাপকে পরবর্তীকালে তার শিষ্যরা

চার ধাপে নামিয়ে তা সহজ করেন। প্রথম তিন ধাপ ঠিক রেখে শেষের তিন ধাপ (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন) একসঙ্গে বলা হলো 'উচ্চতর দক্ষতা'।

দশক দেড়েক আগে বাংলাদেশের স্কুলে যখন ব্লুম সাহেবের টেক্সোনমির আদলে পড়ানোর প্রস্তাব আসে তখন এ দেশের শিক্ষাতাত্ত্বিকরা তাতে আশার আলো দেখেছিলেন। কিন্তু গোল বাধল প্রশ্নের নাম নিয়ে। সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশু যা শিখবে তার মূল্যায়নে শিক্ষকের ব্যক্তিগত অনুরাগ-বিরাগ বা স্বেচ্ছাচারিতা যাতে প্রভাব না ফেলতে পারে সে জন্য ব্লুম প্রশ্নের একটি কাঠামো বা মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্দেশ করেন। তাকে বলা হলো 'কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন' (Structured question)। আর যাবে কোথায়! সৃজনশীল বাঙালিকে 'কাঠামোর কারাগারে বন্দি করার চক্রান্তে'র বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠলেন যারা শিক্ষাবিজ্ঞান বা শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে কখনও কাজ করেননি। তারা এই 'কাঠামোবদ্ধ' শব্দবন্ধ নিয়ে ফিরিস্তি শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল সৃজনশীল বাঙালি। এই পদ্ধতি নিয়ে যারা বাংলাদেশে প্রজেক্ট নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, আর যারা এর সম্ভাব্য সুবিধাভোগী তারা পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। তারা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন, যত রাগ ওই 'কাঠামোবদ্ধ' শব্দবন্ধের ওপর। ঘোড়া ভেবে শিক্ষার গাড়ি জুড়ে দিলেন চলৎশক্তিহীন গাড়িরই সামনের শিকলে।

বিষয়টা সেখানেই শেষ হলো না। শিক্ষাতাত্ত্বিকদের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে শুরু হলো প্রশ্নপত্র সৃজনশীল করার মহাকর্মযজ্ঞ। জারি হলো ফরমান– বই থেকে প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন হবে অজানা উৎস থেকে। আর কোমলমতি শিশু জবাব দেবে সেই বিষয়ে, যে বিষয়ে সে ক্লাসে কিছুই পড়েনি বা তাকে পড়ানো হয়নি!

প্রশ্ন প্রণেতারা বই থেকে প্রশ্ন করতে পারবেন না। তাহলে প্রশ্ন করবেন কিসের ভিত্তিতে? এর কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না। প্রথমে জারি হলো– প্রশ্নকর্তা শুধু প্রশ্নই করবেন না; তাকে চার ধাপের উত্তরও লিখে দিতে হবে। উত্তরের সে কপি যাবে উত্তরপত্র যারা মূল্যায়ন করবেন তাদের কাছে। সেই উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষার্থী নম্বর পাবে। এ হলো এমন এক প্রস্তাব যেখানে শিক্ষার্থী নয়; পরীক্ষা দিচ্ছেন যেন প্রশ্নকর্তা শিক্ষক স্বয়ং! শুরু হলো আরেক মহাফ্যাসাদ। তাতে লাভের মওকা মিলল নোট-গাইড বণিকদের। তারা নানা চটকদার নামে বই ছেপে বাজার সয়লাব করে দিল। সেসব বই আকারে আর দামে বেজায় ভারি। আর প্রত্যেক টেক্সট বইকে পরিণত করা হলো গাইড বইয়ে। প্রশ্নকর্তারা অসংখ্য গাইড থেকে প্রশ্ন খুঁজে প্রশ্ন সাজাতে লাগলেন। শিক্ষার্থীর ঘুম হলো হারাম। বাজারে বই যত চটকদারি, অভিভাবকের পকেট কেটে ভারি ভারি তত নোট-গাইডে ভরে উঠল শিশুর পড়ার ঘর। বেড়ে গেল কোচিং সেন্টারে ছোটাছুটি। পিঠে বইয়ের ব্যাগ ভারি হয়ে মণের কাছে পৌঁছল। কোচিং সেন্টারে 'ভাইয়া-আপারা' নাকি সৃজনশীলে অতি দক্ষ। কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে, রাতদিন ছোটাছুটি করে আর 'শিট' মুখস্থ করে করে সে হয়রান। সরকারের কোটি কোটি টাকায় তৈরি যে বই শিক্ষার্থী বিনা পয়সায় পায়, তা কোনো কাজেই লাগল না। শিক্ষার খরচ জোগাতে বাবা-মা পথে বসল; হাজার হাজার কোটি টাকা লুটে নিল বিদ্যা-বণিকরা!

শুরু হলো হম্বিতম্বি– কোচিং সেন্টার বন্ধ করা হবে। দেখা গেল, কোচিং সেন্টার বন্ধের বদলে তা পেল আইনি সিলমোহর। স্কুলেই শিক্ষক কোচিং সেন্টার খুলে বসার আইনি হুকুম পেয়ে গেলেন।

ব্লুম সাহেব কল্পনাও করতে পারেননি– তার 'সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি' বঙ্গাল মুলুকে 'সৃজননশীল প্রশ্ন'তে পরিণত হয়ে শিক্ষার এমন বারোটা বাজাবে। এখন বাংলাদেশের সৃজনশীল পণ্ডিতদের পাল্লায় পড়ে গোটা শিক্ষা হয়ে উঠেছে শতভাগ কোচিংকেন্দ্রিক ও অতি ব্যয়বহুল এক পণ্য। স্কুল অধঃপতিত হলো বোর্ডের পরীক্ষা দেওয়ার আইনি দোকানে! সেখানে আর যাই হোক, লেখাপড়া করতে কেউ ভর্তি হয় না। অথচ ব্লুম সাহেব স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে শিশু নিজে। সে প্রতিটি বিষয় শিখবে আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে। অজানাকে জানা, অজানাকে আবিষ্কারের আনন্দে ভরে উঠবে তার শিক্ষাজীবন। কিন্তু হায়! বাঙালির 'সৃজনশীল প্রশ্ন'র ক্ষুধা আনন্দ দূরে থাক; শিশুর রাতের ঘুমই হারাম করে দিল।

এই পদ্ধতি শিশুর তাবৎ চিন্তাক্ষমতাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়; এটা এমনই 'সৃজনশীল' হয়ে উঠেছে যে, ৮০ শতাংশ শিশু এখন মাতৃভাষায় শুদ্ধ করে পাঁচটা বাক্যও লিখতে পারে না! কেননা, তথাকথিত গোল্ডেন এ প্লাস পেতে তাকে বাক্য গঠন করা শিখতে হয় না। গবেষণায় নাকি পাওয়া গেছে এমনই ভয়ঙ্কর তথ্য!

কর্তারা এখন বলতে শুরু করেছেন, শিক্ষকরা নাকি সৃজনশীল প্রশ্ন করতেই শেখেননি! আদতে যে শিক্ষাবিজ্ঞানে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' বলে কোনো বস্তুই নেই, তা তাদের বলবে কে?

এখন প্রফেশনালিজমের যুগ। আবেগ নয়; যুক্তি আর বিজ্ঞান দিয়ে শিক্ষাকে ভাবতে হবে। সেসব পেডাগগের কথা শুনতে হবে, যারা শিক্ষাতত্ত্ব, ব্লুম টেক্সোনমি ভালো জানেন, ভালো বোঝেন।

সারাদেশ এখন তথাকথিত 'সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি'র বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে, যেমন ফুঁসছে তথাকথিত প্রাথমিক সমাপনী আর জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামক প্রহসন ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নামে প্রজন্ম হত্যা আর কতকাল চলবে?

amirulkhan7@gmail.com